‘দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগঃ

বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা’

শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তরঃ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে দুর্নীতিবিরোধী নীতি ও কৌশল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে জাতীয় আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। একটি দেশের প্রেক্ষাপটে সুশাসনের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধকেন্দ্রিক একটি কার্যকর সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ নির্বাহী, দুর্নীতিবিরোধী কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ২০১২ সালে ‘জাকার্তা নীতি’র আওতায় দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরতা ও জবাবদিহিতার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ‘জাকার্তা নীতি’র আলোকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ‘দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে, যার মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ, প্রচার-প্রচারণা ও সংলাপের মাধ্যমে প্রণীত একটি দ্বিবার্ষিক মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্যোগের আওতায় দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে টিআই একটি বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত মাননির্ধারণী টুল প্রস্তুত করে, যা ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের সময়কালে টিআই, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহী কর্মী ও বিশেষজ্ঞ দলের অংশগ্রহণে যৌথ সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রণীত। ২০১৫ সালে ভুটানে এই টুল পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীতে মতবিনিময় কর্মশালায় প্রস্তাবিত মতামতের ওপর ভিত্তি করে সংশোধিত হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের ওপর তথা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর ওপর বর্তমান পর্যালোচনাটি সম্পন্ন করে।

২. এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তরঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সংস্থা হল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুর্নীতি দমনে দুদকের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার জন্য এর অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জসমূহ, কার্যপ্রণালী ও দুদক সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। মূলত দুদকের কার্যক্রম ও উন্নতির ক্ষেত্রসমূহ পর্যালোচনা করা এবং এ সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক সম্পর্কে এ কাজে সক্রিয় সব অংশীজনের সম্যক ধারণা তৈরি করতে সহায়তা করার লক্ষ্যে এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। দুদকের ভাবমূর্তি ও

প্রকৃত কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করাও এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এতে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য কিছু সুপারিশমালাও উপস্থাপন করেছে টিআইবি যাতে দুদকের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে একে আরও স্বাধীন, কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলা যায়।

৩. এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কী?

উত্তরঃ এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পরিচালনায় মূলত নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসৃত হয়েছে:

- নথি পর্যালোচনা: দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন ও বিধি, বিদ্যমান গবেষণা, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা।
- নিবিড় সাক্ষাৎকার: দুদকের বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং কমিশনার, দুদকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রতিষ্ঠানের (সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান) প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার।
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা: সংবাদমাধ্যম-কর্মী, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সদস্যদের সাথে দুদকের কার্যক্রম ও কার্যকরতা নিয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা।
- মতবিনিময় সভা: গবেষণার খসড়া ফলাফল উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণের জন্য দুদকের চেয়াম্যান, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা।

৪. এই গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তরঃ এই গবেষণায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ এই তিন বছরের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১৫ এর নভেম্বর থেকে ২০১৬ এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত গবেষণার জন্য তথ্য সংগৃহীত হয়। পরবর্তীতে সেসব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

৫. গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তরঃ এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হতে সংগ্রহ, বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

৬. গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তরঃ এই গবেষণায় সাতটি ক্ষেত্রের অধীনে মোট ৫০টি নির্দেশকের ওপর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই নির্দেশকগুলো সাতটি পৃথক ভাগে বিভক্ত। এগুলো হল: দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান; দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদ; অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম; প্রতিরোধ,

শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম; অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সহযোগিতা, জবাবদিহিতা ও তদারকি এবং দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনমত।

৭. এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে দুদকের নানা দুর্বলতা কাটিয়ে দুর্নীতি দমনে এর কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে টিআইবি। এগুলো হলো: দুদকের বাজেট বৃদ্ধি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে পুনর্বিবেচনা; চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়ানো; অভিযোগ দাখিল ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো; দুর্নীতির মামলায় শাস্তির হার বাড়াতে ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন- তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের পূর্বে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি করা); সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ; দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নত ওয়েবসাইট চালু করা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো; জনগনের প্রতিনিধিত্বকারী স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা ।

৮. এই গবেষণায় প্রধান প্রধান প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ কী কী?

উত্তর: গবেষণায় দেখা যায়, আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান (আইনি ক্ষমতা, কাজের আওতা); বাজেটের নিশ্চয়তা (প্রতিবছর ধারাবাহিক বৃদ্ধি); কর্মীদের স্থিতিশীলতা (চাকরি ত্যাগের নিম্ন হার); অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের সদিচ্ছা (অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়া, প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে তদন্তের সদিচ্ছা ও সক্ষমতা, মামলার উচ্চ সংখ্যা); দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্যোগ (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা, প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশীজনদের যুক্ত করা); অন্যান্য অংশীজনের সাথে যৌথ উদ্যোগ (নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী); আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দুদকের ইতিবাচক সক্ষমতা ও সাফল্য রয়েছে। তবে উন্নয়ন, তদন্ত ও মামলায় আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাজেটের অপ্রতুলতা; প্রতিরোধ কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের ওপর নির্ভরশীলতা; অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা সহজ না হওয়া; তদন্ত ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে অপ্রতুল/সীমিত দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব; দুর্নীতির মামলায় শাস্তির নিম্ন হার; জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি; অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতিসহ সার্বিক কার্যকরতা নিয়ে জনগণের নেতিবাচক ধারণা ও অনাস্থার মত দুর্বল দিকও রয়েছে সংস্থাটির। তাই জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলো ধরে রেখে দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠাই এখন দুদকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৯. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত

জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org